ইউনিট
১৬

কৃষি ও বৃক্ষ মেলা

ভূমিকা

কৃষি ও বৃক্ষ সম্পর্কে সাধারণভাবে দেশের আপামর জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি এ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার লক্ষে কৃষি বিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তি যেমন: উন্নত ফসলের জাত, আধুনিক চাষাবাদের কলাকৌশল, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষকের উৎপাদিত দর্শনীয় কৃষি সামগ্রী, বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফসল ও বৃক্ষের চারা সর্বসাধারণের মাঝে প্রদর্শন ও বিক্রি করার জন্য উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে যে মেলার আয়োজন করা হয় তাকে কৃষি ও বৃক্ষ মেলা বলে অভিহিত করা হয়। সাধারণভাবে কৃষি ও বৃক্ষ মেলায় জনসাধারণের মাঝে কৃষি ও বৃক্ষ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ফুল-ফল-ফসল সম্পর্কিত উন্নত জ্ঞান সম্প্রসারণ, ফসল ও বৃক্ষের চারা উৎপাদন, রোপণ ও সুষ্ঠ ব্যবহারের আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়। মেলা হচ্ছে দেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্য প্রদর্শনী, আকর্ষনীয় পণ্যের বেচাকেনা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের একটি কৌশল । কাজেই যে মেলায় কৃষি পণ্য প্রদর্শন, বিক্রয় ও কৃষকদের মাঝে এতদবিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির আয়োজন করা হয় তাকে কৃষি মেলা বলে। সাধারণত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগেই প্রতিবছর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ মেলার বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। দেশের বনভূমি সংকুচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে যুবজাগরণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষমেলা প্রবর্তন ও তিন মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান চালু করে। বৃক্ষরোপণে সাধারণ মানুষের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১৯৯০ সাল থেকে 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার' ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। বৃক্ষরোপণকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষে ২০০১-০২ সাল থেকে প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে কৃষি ও বৃক্ষ মেলা কৃষকদের মাঝে নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। নিম্নের পাঠসমূহে কৃষি ও মেলার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব, বৃক্ষ মেলার উপযোগী প্রজাতি নির্বাচন, উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষ মেলার আয়োজন ও বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১৬.১ : কৃষি ও বৃক্ষ মেলা
পাঠ - ১৬.২ : বৃক্ষ মেলার উপযোগী প্রজাতি নির্বাচন
পাঠ - ১৬.৩ : উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষ মেলা ও বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ
পাঠ - ১৬.৪ : ব্যবহারিক -কৃষি ও বৃক্ষ মেলা পরিদর্শন ও প্রতিবেদন তৈরী

পাঠ-১৬.১ কৃষি ও বৃক্ষ মেলা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি ও বৃক্ষ মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃষি ও বৃক্ষ মেলার গুরুত্ব কী তা বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বনের সংজ্ঞা, বনের বৈশিষ্ট্য, বনায়নের ধারণা, বনের গুরুত্ব

কৃষি ও বৃক্ষ মেলা বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ জীবনে একটি প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রতিবছর একটি নিদিষ্ট সময়ে এ মেলাগুলো নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে যে মেলায় সচরাচর বিরল ও উন্নতজাতের কৃষি সামগ্রী, কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণ প্রদর্শন ও বেচাকেনা হয় তাকেই কৃষি মেলা বলে। অন্যদিকে যে মেলায় বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের চারা উৎপাদন, রোপণ, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠ ব্যবহারের আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয় তাকে বৃক্ষ মেলা বলা হয়।

কৃষি মেলার উদ্দেশ্য

ক. কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ব্যক্তি উদ্দ্যোগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি এ মেলায় প্রদর্শন করা।

খ. উদ্ভাবিত উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ সরাসরি প্রদর্শনপূর্বক এগুলো গ্রহণের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করা।

গ. কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ও উদ্ভাবিত কলাকৌশলের মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদেরকে এ ধরণের উদ্ভাবনে আরও আগ্রহী করে তোলা।

ঘ. সাধারণ জনগণকে পুরানো অলাভজনক পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতির সুফল গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

ঙ. শস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে পরিবেশবান্ধব জৈবিক পদ্ধতির ভালোমন্দ হাতে কলমে প্রদর্শন করা.

চ. উন্নত প্রজাতির গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির জাত প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক লাভের বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য করা।

ছ. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার সফল সম্পর্কে প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান দেওয়া।

কৃষি মেলার গুরুত্ব

সরকার কৃষি সম্পর্কিত সামাজিক কলাকৌশল জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর জন্য কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর, মাৎস্য ও পশুপালন অধিদপ্তরসহ কৃষি সম্পর্কিত সব ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও কৃষির উন্নয়ন ও কৃষি সম্পদের বিপণনের জন্য কৃষি মেলা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কারণ মেলা অনুষ্ঠানের সময় ক্রেতা-বিক্রেতা ছাড়াও শুধু বিনোদনের জন্য ব্যাপক সংখ্যক মানুষের সমাগম হওয়ায় মেলায় প্রদর্শিত পণ্য ও প্রযুক্তিসমূহ সাধারণ মানুষের নজর কাড়ে। জনে জনে আলোচনার ফলে বিষয়টি অধিক সংখ্যক মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। এমন নানাবিধ কারণে কৃষি মেলার গুরুত্ব অত্যধিক।

বৃক্ষ মেলার উদ্দেশ্য

ক. বৃক্ষ রোপণে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি করা ।

খ. জনগনকে বৃক্ষের সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের সমাহার ঘটানো ও এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।

গ. জনগণকে বৃক্ষ রোপণে আগ্রহী করে তোলার জন্য তাদের প্রয়োজনানুযায়ী চারা সরবরাহ করা।

ঘ. আধুনিক জ্ঞান সমৃদ্ধ পুস্তিকা, লিফলেট, প্যামলেট, ফোল্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে আগ্রহী করে তোলা।

ঙ. কাঠের বহুবিধ ব্যবহার এবং এর নান্দনিক দিক জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরা।

চ. বৃক্ষরোপণ ও চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক লাভের বিষয় প্রচার করা।

ছ. বৃক্ষরাজি সম্প্রাসারণের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

বৃক্ষ মেলার গুরুত্ব

দেশের বনভূমি সংকুচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বৃক্ষ সম্পদ বাড়ানোর জন্য বৃক্ষ মেলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারীভাবে বন বিভাগ বৃক্ষ রোপণকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষে ১৯৯৪ সন থেকে দেশব্যাপী বৃক্ষ মেলার প্রবর্তন করে। তারপর থেকে প্রতিবছর ঢাকায় বৃক্ষ মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশ গ্রহণে এ মেলা মুখরিত হয়ে উঠেছে। প্রতিবছরই লাখ লাখ চারা বিক্রি হচ্ছে এবং বৃক্ষ রোপণ অভিযানকে স্বার্থক ও সফল করে তুলছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। জনগণ এ মেলাসমূহের কারণে বৃক্ষ রোপণে আগ্রহী হওয়ায় দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। জনবহুল আমাদের এদেশে চাহিদার তুলনায় বৃক্ষ সম্পদ অপ্রতুল। এ পরিস্থিতিতে বৃক্ষ সম্পদ বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন যা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে আমাদেরকে বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ করে এ সম্পদকে বাড়াতে হবে। তাই জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে বনায়নে সম্পৃক্ত করার জন্যই বৃক্ষ মেলার আয়োজন একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে বৃক্ষ রোপণ একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ উন্নয়নের আন্দোলনে পরিনত হয়েছে। সরকারও বৃক্ষ রোপণকে একটি জাতীয় কর্মসূচী হিসেবে ঘোষনা করেছে। তাই বৃক্ষ রোপণের এ কর্মসূচীকে সামগ্রিকভাবে সার্থক করে তুলতে হলে বৃক্ষ মেলার মাধ্যমে চারার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বৃক্ষ রোপণ মৌসুমে জনসাধারণ অনেক সময় ভালো চারা না পেয়ে নিম্নমানের চারা রোপণ করেন। সেজন্য বৃক্ষ মেলার মাধ্যমে ভালো চারার সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে এ মেলা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা কৃষি ও বৃক্ষ মেলার গুরুত্ব প্রতিবেদন আকারে প্রণয়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

কৃষি মেলার মাধ্যমে কৃষক ও সাধারণ জনগণ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি খুব সহজেই হাতের নাগালে পেয়ে যায় আর বৃক্ষ মেলার মাধ্যমে বিচিত্র প্রজাতির গাছ পালার সাথে পরিচিত হওয়ায় মানুষ ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত হয়। ফলে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৬.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন ।

জনগণকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসব মেলায় উন্নত জাতের বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের চারা পাওয়া যায়। বর্তমানে বৃক্ষরোপণে জনগণ ব্যাপকভাবে আগ্রহী হচ্ছে।

১। উদ্দীপকে উল্লেখিত মেলার নাম কি ?

ক) কৃষি ও বৃক্ষ মেলা খ) ফল ও সব্জি মেলা

গ) বীজের মেলা ঘ) ফুলের মেলা

২। এসব মেলার কারণে বৃক্ষরোপণ পরিণত হয়েছে -

i. সামাজিক আন্দোলনে।

ii. অর্থনৈতিক উন্নয়নের আন্দোলনে।

iii. পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ আন্দোলনে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৬.২ বৃক্ষ মেলার উপযোগী প্রজাতি নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মেলার উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- স্থান ভিত্তিক বৃক্ষ নির্বাচনের বিষয়ে সবিস্তারে লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন, স্থান ভিত্তিক উপযোগী বৃক্ষ

বৃক্ষ মেলা বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের মাঝে বৃক্ষ রোপণের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে সফলতা লাভ করতে হলে সঠিক প্রজাতির বৃক্ষ নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সব স্থানে সব প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণ করা যায় না। ভূমির প্রকৃতি, মাটির বৈশিষ্ট, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদির উপর বিবেচনা করে বৃক্ষের চারা রোপণ করলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব। নিম্নে স্থানভেদে কোথায় কি বৃক্ষ লাগাতে হবে তার তালিকা প্রদান করা হলো-

ক. বসত বাড়ির আশে পাশে লাগানোর গাছ : আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, বেল, নিম সুপারি, নারিকেল, আমড়া, কামরাঙ্গা, ডালিম, কুল, লেবু, লিচু, সজিনা, তেজপাতা, শরিফা, আতা ইত্যাদি। বাড়ীর সম্মুখে পাতাবাহার ও অন্যান্য ফুলের গাছ ও সব্জীর বাগান থাকবে। বাড়ীর উত্তম পশ্চিমে উচু বড় বৃক্ষ এবং দক্ষিণে-পূর্বে নীচু ও মাধ্যম উচ্চতার বৃক্ষ লাগাতে হবে যাতে বাড়িতে প্রচুর আলো বাতাস পাওয়া যায়।

খ. কৃষি জমির ধারে ও আইলে রোপণের উপযোগি বৃক্ষ : কৃষি জমির বাউন্ডারিতে জীবন্ত বেড়ার প্রজাতি যেমন- অড়হর, ডোলকমলি, ফণিমণসা ইত্যাদি। কৃষি জমির আইলে শিকড় কম বিস্তারকারী কিন্তু গভীরমূলী, ডাল পালা ছাটাইযোগ্য বৃক্ষ যেমন- বাবলা, আকাশমনি, সাদা কড়ই, কালোকড়ই, মিনজিরি, ইপিল ইপিল, ঘোড়ানিম ইত্যাদি।

গ. পুকুর পাড়ে লাগানোর উপযোগী বৃক্ষ : পাড়ের মাটি শক্ত করে ধরে রাখতে পারে আবার পুকুরে রোদ প্রবেশে বাঁধা সৃষ্টি না করে এমন বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন করা ভালো। যেমন : নারিকেল, সুপারি, তাল, লিচু, ডালিম, আম, খেজুর ইত্যাদি। পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোনায় বাঁশের ঝাড় সৃষ্টি করা যায়।

ঘ. রাস্তা ও সড়কের ধারের জন্য উপযোগী বৃক্ষ : উঁচু সুদৃশ্য বৃক্ষ প্রজাতিসমূহের চারা যেমন- মেহগনি, শিশু, আকাশমনি ইউক্যালিপটাস, জারুল, রেইনট্রি, সেগুন, শীল কড়ই, আম, জাম, কাঁঠাল, নিম, হরিতকী, অর্জুন, তেলসুর, পলাশ, কদম ইত্যাদি।

ঙ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থাপনা : প্রতিষ্ঠান সমূহের আঙিনা ও আশেপাশে শোভাবর্ধনকারী ও ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষের চারা রোপণ করতে হয়। যেমন-কৃষ্ণচূড়া, দোদরা, ইউক্যালিপটাস, জারুল, নিম, আম, কাঁঠাল, লিচু, বকুল, কাঠবাদাম, সেগুন ইত্যাদি।

চ. নদীর ধার ও বাঁধের উপযোগী বৃক্ষ : বেশি শিকড় বিস্তার করে, শক্ত ও মজবুত, পানি সহিষ্ণু বৃক্ষ প্রজাতি যেমন : হিজল, ছাতিম, পিটালি, তাল খেজুর, বট, মান্দার, জিয়লগাজী, পিটালী ইত্যাদি।

ছ. গ্রামের হাট বাজার : ছায়া বিস্তার করে আবার পক্ষীকূলের খাদ্য ও আবাস উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি যেমন : বট, অশ্বথ, রেইনট্রি, তেঁতুল, মেহগনি, আম, জাম, কাঠাল ইত্যাদি।

জ. উচুঁ অনাবাদি পতিত জমিতে : ফলজ ও বনজ বৃক্ষ যেমন : আম, জাম, কাঁঠাল, আমলকি, বহেরা অর্জুন, নিম, মেহগনি, সেগুন, শীলকড়ই, আকাশমনি, মহুয়া, নাগেশ্বর ইত্যাদি।

ঝ. উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী তৈরীর উপযোগী বৃক্ষ : লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং ঝড় ঝাপটা প্রতিরোধ সক্ষম বৃক্ষ প্রজাতি যেমন- তাল, নারিকেল, খেজুর, সুপারি, সোনালু, ঝাউ, আকশমনি, জারুল, গাব, গর্জন, তেতুল, অর্জুন, শিরিষ, শীলকড়ই, চম্পাফুল ইত্যাদি।

ঞ. স্যাঁতস্যাঁতে নিচু জমিতে : জলাবদ্ধতা সহনশীল বৃক্ষ প্রজাতি যেমন- হিজল, কদম, পিটালি, বাঁশ, বেত, মূর্তা, মান্দার, জারুল, অশোক, শিমুল, ছাতিম, পইনাল, চালতা, পিতরাজ, কাঞ্চন, শেওড়া ইত্যাদি।

ত. পাহাড়ি এলাকার জন্য উপযোগী বৃক্ষ : গর্জন, গামার, সেগুন, শীলকড়ই, চাম্পাফুল, চাপালিশ, কাঁঠাল, জলপাই, আকাশমনি ইত্যাদি।

থ. বাড়ির ছাদে লাগানোর উপযোগী বৃক্ষ : বাসা বাড়ির ছাদ বিশেষ করে শহর অঞ্চলের বাড়ির ছাদে গাছ লাগানোর একটি প্রবণতা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ির ছাদে শাক-সব্জীর চারাই প্রধানত গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি বৃক্ষ জাতীয় গাছপালা লাগাতে আগ্রহী হলে ফলজ, ঔষধি জাতীয় বৃক্ষ লাগানোই শ্রেয়। এজন্য উপযোগি বৃক্ষ যেমন: আম, সফেদা, লেবু, ডালিম, আমড়া, করমচা, আমলকি, কামরাঙ্গা, জামরুল, শরিফা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে গাছ লাগানোর জন্য স্থান ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীরা ক্লাশে উপস্থাপন করবেন।

সারসংক্ষেপ

জনগণ গাছ লাগানোর জন্য যে সকল স্থান নির্বাচন করে তার প্রকৃতি, মাটির বৈশিষ্ট্য ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের কারণে বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ । স্থানোপযোগী বৃক্ষ র্বাচনে ব্যর্থ হলে ঐ বৃক্ষথেকে উপযোগিতা পাওয়া সম্ভব নয় একটি বৃক্ষ রোপণ করে তা থেকে উপযোগতা পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৬.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জলাবদ্ধতা সহনশীল গাছ কোনগুলো ?
ক) হিজল, কদম ও পিটালী খ) গর্জন, গামার ও সেগুন
গ) আম, জাম ও কাঁঠাল ঘ) সাজনা, তেজপাতা ও দারুচিনি

২। শহর এলাকায় কোথায় গাছ লাগানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ?
ক) বাসাবাড়ির ছাদে খ) বাড়ির বারান্দায়
গ) জানালার কার্ণিশে ঘ) ঘরের মধ্যে

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন ।
নলডাঙ্গা গ্রামের কৃষকরা বৃক্ষ মেলা পরিদর্শনের সময় কৃষি জমির বাউন্ডারীতে ও আইলে গাছ লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার বিষয়ে জানতে পারে। উল্লেখিত স্থানে লাগানোর উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি ও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কৃষকরা মেলা থেকে ভালভাবে জেনে নেয়।

৩। কৃষি জমির বাউন্ডারীতে জীবন্ত বেড়া তৈরীর উপযোগী বৃক্ষ কোনগুলো ?
ক) অড়হর, ঢোলকলমি, ফণিমণসা খ) আম, জাম, কাঁঠাল
গ) সেগুন, গর্জন, শাল ঘ) হরিতকি, বয়রা, আমলকি

৪। উদ্দীপকের কৃষি জমির আইলে লাগানো বৃক্ষ সমূহের বৈশিষ্ট্য হলো -
i. কম শিকড় বিস্তারকারী।
ii. শিকড় গভীরমূলী।
iii. ডালপালা ছাঁটাই সহনশীল।
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৬.৩ উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষ মেলা ও বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষ মেলা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বৃক্ষ মেলা সপ্তাহ সম্পর্কে বলতে পারবেন

	মুখ্য শব্দ	বৃক্ষ মেলা, উপজেলা, জাতীয় পর্যায়, বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ

বৃক্ষ রোপণ আন্দোলনকে জোরদার করণের জন্য প্রতিবছর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্দোগে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষ মেলা ও বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহের আয়োজন করা হয়ে থাকে। নিম্নে উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৃক্ষমেলা সম্মন্ধে আলোচনা করা হলো।

উপজেলা পর্যায়ের কৃষি ও বৃক্ষমেলা

গ্রামীণ জনগণকে বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করার জন্য প্রত্যক বছর দেশের প্রতিটি উপজেলায় বৃক্ষ ও কৃষি মেলার আয়োজন করা হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্দ্যোগে প্রত্যেক উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কৃষি অফিসার ও বৃক্ষমেলার আয়োজন করে থাকেন। অনেক সময় প্রতিটি জেলায় অবস্থিত বন বিভাগ কর্তৃক জেলা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষ মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মেলাসমূহ সাধারণত ৩-৭ দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। এসব মেলায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চারার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার ফসলের জাত কৃষি পণ্য, উৎপাদন উপকরণ, কৃষি প্রযুক্তি ও বিক্রয় করা হয়।

উপজেলা বৃক্ষ মেলার বৈশিষ্ট্য:

ক. উপজেলা পর্যায়ে জুন-জুলাই মাসে প্রতিবছর কৃষি ও বৃক্ষ মেলা অনুষ্টিত হয়।

খ. সাধারণত উপজেলা কৃষি বিভাগ এবং বন বিভাগের তত্ত্বধানে ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পৃষ্ঠপোষাকতায় মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গ. এ মেলায় কৃষকদের উৎপাদিত ভালোমানের ফল, ফসল, কৃষি উপকরণাদি প্রদর্শিত হয়।

ঘ. মেলায় কৃষি সম্প্রাসারণ বিভাগ, বনবিভাগ, সরকারি ও বেসরকারী নার্সারী বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষের চারা ও বৃক্ষ রোপণের প্রযুক্তি কৃষকদেরকে প্রদর্শন করেন।

ঙ. মেলায় জনসমাগম বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চ. মেলায় কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত হয় সেজন্য আকর্ষনীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষ মেলা ও বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ

জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষমেলা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর ৫ই জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত ঢাকার শেরেবাংলা নগরে বাণিজ্য মেলার মাঠের বিশাল চত্বরের সুপরিসর স্থানজুড়ে এ মেলার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বন অধিদপ্তর মাসব্যাপী এ বৃক্ষমেলার আয়োজন করে থাকে। বৃক্ষমেলার মূল উদ্দেশ্য হল বৃক্ষরোপণকে একটি অভিযানে রূপান্তরিত করার জন্য জনমানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্বপরিবেশ দিবসে এ মেলার উদ্বোধন করেন। মেলার তাৎপর্য বৃহত্তর গণমানুষের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালী, ব্যানার, ফেস্টুন, পোষ্টার, স্টিকার দিয়ে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বেতার টেলিভিশনে অনুষ্টান, ভিডিও ছবি প্রদর্শন, পত্র পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে বৃক্ষ রোপণে জনগণ এর আগ্রহ সৃষ্টির সর্বাত্মক প্রচেষ্ট চালানো হয়। এ মেলা আয়োজনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলদ ও ভেষজ উদ্ভিদের প্রদর্শনী, বিপণন ও রোপণে মানুষকে উৎসাহিত করা। নগরবাসীর

আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এ মেলায় প্রচুর অর্ণামেন্টাল গাছ পালার সমরোহ ঘটানো হয় যাতে মানুষ এগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারে। সারাদেশ থেকে বড় বড় নার্সারীসহ, বৃক্ষ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশ গ্রহণ করে। ইদানিংকালে মাসব্যাপী এ বৃক্ষমেলায় কোটি কোটি টাকার বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলজ, ভেষজ ও অর্ণামেন্টাল গাছের চারা বিক্রয় হয়। এই সাথে চলে ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ অভিযান । সাধারণ মানুষ ছাড়াও এই সময়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্দ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। বিগত তিনদশকে এ বৃক্ষমেলার কারণেই বৃক্ষ রোপণের হার যেমন বেড়েছে, গাছপালার পরিমাণও বেড়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা সামাজিক বনায়নের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তার উপর নিজেদের মতামত প্রতিফলন করে ক্লাশ নোট তৈরী করে শ্রেণি শিক্ষককে দিবেন।

সারসংক্ষেপ

জাতীয় পর্যায় ছাড়াও দেশের বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষ মেলার আয়োজন সারাদেশের ব্যাপক সংখ্যক জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ফলে মেলা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য সহজেই অর্জিত হয়। মেলার পাশাপাশি বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ পালন করায় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক জায়গায় বৃক্ষ রোপণের পাশাপাশি জনসাধারণের ব্যক্তি উদ্যোগে প্রচুর পরিমানে বৃক্ষ রোপণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৬.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জাতীয় বৃক্ষ মেলা কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?

ক) রমনা পার্কে খ) মিরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে
গ) সংসদ ভবন এলাকায় ঘ) শেরে বাংলা নগর বাণিজ্য মেলার মাঠে

২। উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কৃষি ও বৃক্ষ মেলার উদ্দেশ্য কী ?

ক) জনগণকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করা খ) চিত্তবিনোদনে সাহায্য করা
গ) পরিবেশের উন্নতি করা ঘ) বন সম্প্রসারণ করা

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

গ্রামীণ জনসাধারণকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় পর্যায় ছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে প্রত্যেক বছর কৃষি পণ্য ও বৃক্ষের প্রর্দশনী হয়।

৩। উদ্দীপকে উল্লেখিত মেলার উদ্দেশ্য কি ?

ক) বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা খ) কৃষি সামগ্রী ও বৃক্ষ প্রজাতির প্রর্দশনী করা
গ) গান বাজনা ও চলচ্চিত্র প্রর্দশন করা ঘ) রথযাত্রা উপলক্ষে খাবার দাবার বিক্রি করা

৪। উপজেলা পর্যায়ের উক্ত মেলা -

i. ৩-৭ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।
ii. উপজেলা কৃষি অফিসার আয়োজন করেন।
iii. উপজেলা চেয়ারম্যান আয়োজন করেন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৬.৪ ব্যবহারিক : কৃষি ও বৃক্ষ মেলা পরিদর্শন ও প্রতিবেদন তৈরী

মূলতত্ত্ব : জনসাধারণকে কৃষি, বন, বনায়নের গুরুত্ব ও পরিবেশের উপর বনের প্রভাব সম্পর্কীয় ধারণা বাস্তবিকভাবে প্রদানের একটি উৎকৃষ্ট প্রচেষ্টা হলো কৃষি ও বৃক্ষ মেলা। এ ধরণের মেলা পরিদর্শনের ফলে সরেজমিনে বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচনের সরাসরি ধারণা জন্মে। এতে করে পারিবারিক ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাগান সৃজনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভবনা তৈরী হয় এবং পরিবেশরও উন্নয়ন হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১. মেলার লোকেশন ম্যাপ
২. নোট বুক
৩. কলম, পেন্সিল, স্কেল ও রাবার

কাজের ধারা :

১. শ্রেণি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিকটবর্তী কৃষি ও বৃক্ষ মেলা পরিদর্শন করতে হবে।
২. মেলার স্টলগুলোতে প্রর্দশিত কৃষি প্রযুক্তিসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এর সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান আহরণ করতে হবে।
৩. ফসলসমূহের এবং এর জাতসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
৪. মেলায় আগত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কৃষি পণ্য, লাগসই প্রযুক্তি ও বৃক্ষসমূহের তালিকা করতে হবে।
৫. স্টলগুলোতে রক্ষিত কৃষি প্রযুক্তি ও বৃক্ষ প্রজাতির উপর প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ সংগ্রহ করতে হবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শাহরিয়ার ও কমল দুই বন্ধু তাদের এলাকায় অনুষ্ঠিত কৃষি ও বৃক্ষ মেলা দেখতে যায়। মেলায় বিভিন্ন ধরণের ফল ও ফুলের গাছ দেখে তারা মুগ্ধ হয় এবং গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। পরবর্তীতে উভয়ই লেখাপড়ার পাশাপাশি নার্সারী বানিয়ে জীবিকা অর্জনের উৎস তৈরী করে।
ক) কৃষি মেলা কী ?
খ) বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করণে বৃক্ষ মেলার ভূমিকা কী ?
গ) শাহরিয়ার ও কমলের দেখা কৃষি ও বৃক্ষ মেলার বর্ণনা দিন।
ঘ) উদ্দীপকের বন্ধুদ্বয়ের নার্সারী স্থাপনের সিদ্ধান্ত আত্মকর্মসংস্থানে কীভাবে ভূমিকা রেখেছে - মূল্যায়ন করুন।

২। বাংলাদেশে প্রতিবছর জুন থেকে আগষ্ট পর্যন্ত তিন মাসব্যাপী জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান বাস্তবায়ন করার জন্য বৃক্ষ মেলার আয়োজন করা হয়। বৃক্ষরোপণ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য দেশে গাছ-গাছালির পরিমান বাড়িয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ করা।
ক) বৃক্ষ মেলা কী ?
খ) বৃক্ষ মেলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
গ) উদ্দীপকের মেলার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
ঘ) উদ্দীপকের মেলার মূল উদ্দেশ্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৬.১ ঃ ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৬.২ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৬.৩ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। ক